হোমিওপ্যাথিতে

ডায়াবেটিসের চিকিৎসা

Diabetes treatment in homoeopathy

ডা. আহাম্মদ হোসেন ফারুকী
ডা. ফাহ্‌মিদা হক ফারুকী

ডায়াবেটিস বিভাগ

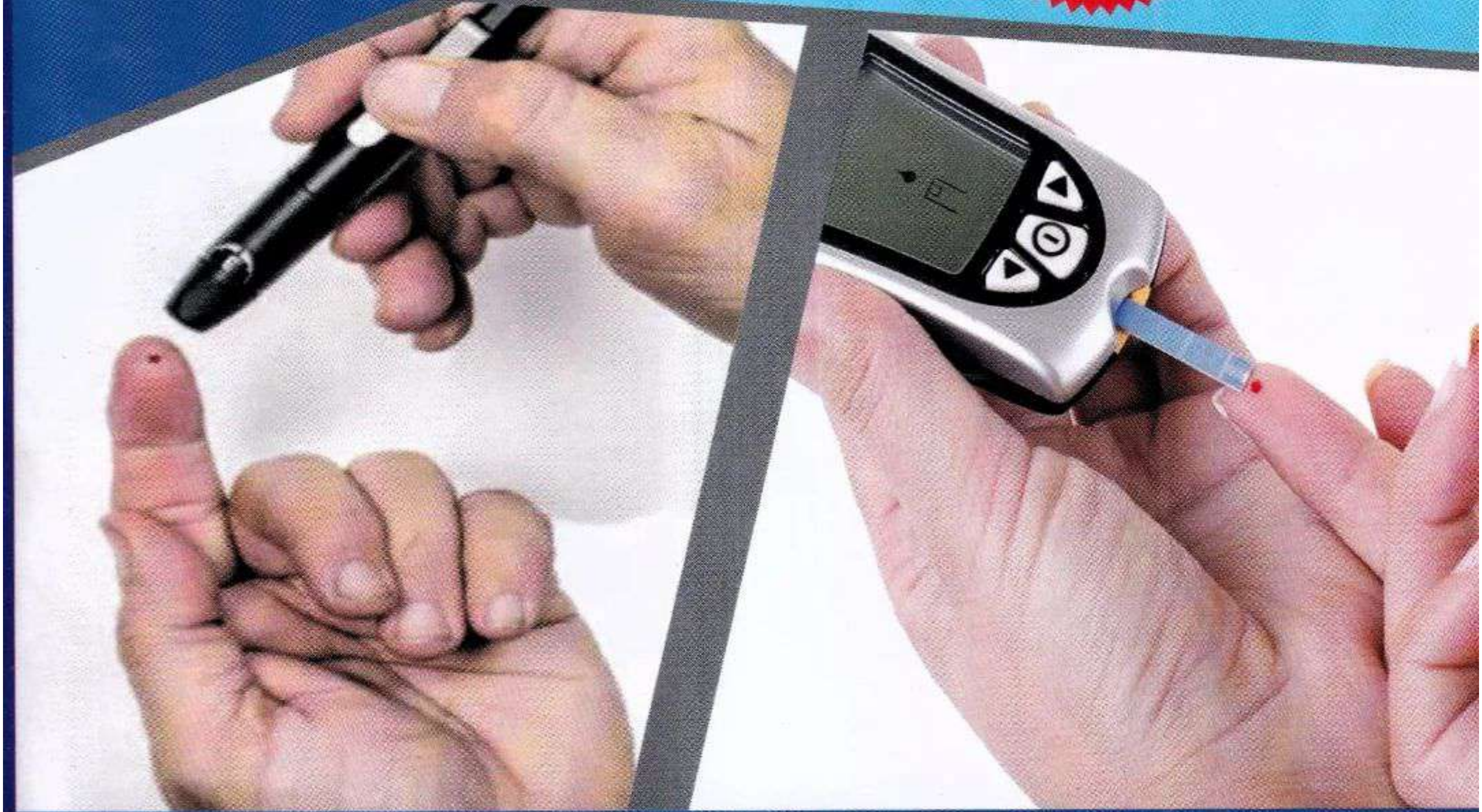

সূচীপত্র

১	ডায়াবেটিস (Diabetes) কী?	২৩
২	ডায়াবেটিসের রোগীলিপিতে যা জানতে হয়	৪৩

হোমিওপ্যাথিতে ডায়াবেটিস সমস্যায় যে কয়টি ওষুধ ব্যবহৃত হয়

1.	Abel Moschus (এবিল মস্কাস)	৪৬
2.	Abies-canadensis (এবিস ক্যানাডেনসিস)	৪৬
3.	Abies-nigra (এবিস নাইগ্রা)	৪৭
4.	acid Acetic (এসিড এসেটিক)	৪৭
5.	Acid- Benzoic (এসিড বেঞ্জয়িক)	৪৮
6.	Acid-boracic (এসিড বোরাসিকাম)	৪৮
7.	Acid-carboneum (এসিড কার্বোনিয়াম)	৪৯
8.	Acid-Floric (এসিড ফ্লোরিক)	৫০
9.	Acid Hydrocyanic (এসিড হাইড্রোসায়ানিক)	৫০
10.	Acid-Lacticum (এসিড ল্যাকটিকাম)	৫১
11.	Acid-Muriaticum (এসিড মিউরেটিকাম)	৫২
12.	Acid-Nitricum (এসিড নাইট্রিকাম)	৫৩
13.	Acid-Oxalicum (এসিড অক্সালিকাম)	৫৪
14.	Acid-Phosphoricum (এসিড-ফসফরিকাম)	৫৪
15.	Acid-Picricum (এসিড পিক্রিকাম)	৫৫
16.	Acid-Salicylicum (এসিড স্যালিসিলিকাম)	৫৬
17.	Acid-Sulphuricum (এসিড সালফিউরিকাম)	৫৭
18.	Aconitum Napellus (একোনাইট ন্যাপেলাস)	৫৭
19.	Actaea Race (একটিয়া রেসিমোসা) Cimicifuga racemosa	৫৮
20.	Adrenalinum (এড্রিন্যালিনাম)	৫৯
21.	Aesculus Hippocastanum (ইস্কিউলাস হিপ)	৫৯
22.	Aethusa cyn (ইথুজা সিনে)	৬০
23.	Agaricus aminita varnos (এগারিকাস অ্যামানিটা ভারনস)	৬০

24.	Agaricus Muscarius (এগারিকাস মাস্কেরিয়াস)	৬১
25.	Agnus castus (এগনাস ক্যাস্টাস)	৬২
26.	Ailanthus- Glandulosa (এইল্যান্থাস গ্লান্ডুলোসা)	৬২
27.	Alcohol (এলকোহল)	৬৩
28.	Alfalfa (আলফালফা)	৬৩
29.	Allium-cepa (এলিয়াম সিপা)	৬৪
30.	Allium-sativum (এলিয়াম স্যাটাইভাম)	৬৪
31.	Alnus Rubra (এলনাস রুব্রা)	৬৫
32.	Aloe-socotrina (এলো সকোট্রিনা)	৬৬
33.	Alumen (এলুমেন)	৬৬
34.	Alumina (এলুমিনা)	৬৭
35.	Ambra grisea (অ্যামব্রা গ্রিসিয়া)	৬৮
36.	Ammonicum Benzoicum (এমোনিকাম বেঞ্জইকাম)	৬৯
37.	Ammonium- carbonicum (অ্যামোনিয়াম কার্বোনিকাম)	৬৯
38.	Ammonium causticum (এমোনিয়াম কষ্টিকাম)	৭০
39.	39. Ammonium - muriaticum (এমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম)	৭০
40.	Anacardium Orientale (অ্যানাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টাল)	৭১
41.	Anagalis Arvensis (অ্যানাগ্যালিস আর্ভেনসিস)	৭২
42.	Anantherum Muricatum(অ্যানান্থেরাম মিউরিকেটাম)	৭২
43.	Angustura vera (এঙ্গাষ্টিউরা ভেরা)	৭৩
44.	Anthemis nobilis (অ্যান্থিমিস-নোবেলিস)	৭৪
45.	Anthracinum (এনথ্রাসিনাম)	৭৪
46.	Antimonium- crudum (এন্টিমনিয়াম ক্রুডাম)	৭৫
47.	Antimonium-tart (এন্টিমনিয়াম টার্ট)	৭৫
48.	Apis- Mellifica (এপিস মেলিফিকা)	৭৬
49.	Apocynum- Andro (এপোসাইনাম অ্যানড্রো)	৭৭
50.	Apocynum-cannabinum (এপোসাইনাম ক্যান্নাবিনাম)	৭৭
51.	Argemone Mexicana(আর্জেমোন মেক্সিকানা)	৭৮
52.	Argentum-Metallicum(আর্জেন্টাম মেটালিকাম)	৭৮
53.	Argentum-Nitricum (আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম)	৭৯
54.	Aristolochia clematis (এরিসটোলকিয়া ক্লেমেটিস)	৮০

55.	Aristolochia Milhomens(এরিস্টোলকিয়া মিলহোমেনস)	৮১
56.	Arnica-Montana (আর্নিকা মন্টেনা)	৮১
57.	Arsenicum- album (আর্সেনিকাম এল্বাম)	৮২
58.	Arsenicum Bromatum (আর্সেনিকাম ব্রোমেটাম)	৮৩
59.	Arsenicum-Hydrogenisatum(আর্সেনিকাম হাইড্রোজেনিসেটাম)	৮৩
60.	Arsenicum Iodatum (আর্সেনিক আয়োডেটাম)	৮৪
61.	Arum-maculatum (অরাম মেকুলেটাম)	৮৫
62.	Arum triphyllum (অরাম ট্রিফাইলাম)	৮৫
63.	Arundo mauritanica (এরান্ডো মরিট্যানিকা)	৮৬
64.	Asafoetida (এসাফিটিডা)	৮৬
65.	Asarum europaeum (এসারাম ইউরোপিয়াম)	৮৪
66.	Asclepias Tuberosa (এসক্লিপিয়াস টিউবারোসা)	৮৪
67.	Asparagus Officinalis (এসপ্যারগাস অফিসিন্যালিস)	৮৮
68.	Astacus fluviatilis (এসটেকাস ফ্লুভিয়াটিলিস)	৮৯
69.	Asterias rubens (এষ্টিরিয়াস রিউবেন্স)	৮৯
70.	Atropinum purum (এট্রোপিনাম পিউরাম)	৯০
71.	Aurantium (অরানটিয়াম)	৯০
72.	Aurum-metallicum (অরাম মেটালিকাম)	৯১
73.	Aurum-muriaticum (অরাম মিউরিয়েটিকাম)	৯১
74.	Aurum Muriaticum natronatum (অরাম মিউর নেট্রোনেটাম)	৯২
75.	Avena-sativa (এভেনা স্যাটাইভা)	৯৩
76.	Bacillinum (ব্যাসিলিনাম)	৯৩
77.	Badiaga (ব্যাডিয়াগা)	৯৪
78.	Baptisia Tinctoria (ব্যাপটিসিয়া টিংটরিয়া)	৯৫
79.	Baryta Acetica (ব্যারাইটা এসেটিকা)	৯৫
80.	Baryta Carbonica (ব্যারাইটা কার্বোনিকা)	৯৬
81.	Baryta iodatum (ব্যারাইটা আয়োডেটাম)	৯৬
82.	Baryta muriatica (ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা)	৯৭
83.	Belladona (বেলেডোনা)	৯৮

84.	Berberis Vulgaris (বার্বেরিস ভালগেরিস)	৯৯
85.	Bismuthum Oxidum (বিসমাথাম অক্সিডাম)	৯৯
86.	Bismuthum subnitricum (বিসমুথাম সাবনাইট্রিকাম)	১০০
87.	Borax (বোরাক্স)	১০০
88.	Bovista (বোভিষ্টা)	১০১
89.	Brachyglottis Repens (ব্র্যাকিগ্লটিস)	১০১
90.	Bromium (ব্রোমিয়াম)	১০২
91.	Bryonia Alb (ব্রায়োনিয়া এ্যাল্বাম)	১০৩
92.	Bufo rana (বিউফোরানা)	১০৪
93.	Cactus Grandi (ক্যাক্টাস গ্র্যান্ডি)	১০৪
94.	Cadmium sulp (ক্যাডমিয়াম সালফ)	১০৫
95.	Cahinca (কেহিনকা)	১০৫
96.	Cajuputum (ক্যাজুপুটাম)	১০৬
97.	Caladium seguinum (ক্যালাডিয়াম সেগুইনাম)	১০৬
98.	Calc-Arsenica (ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকা)	১০৭
99.	Calc- carbonica (ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা)	১০৮
100.	Calc- fluorata (ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়োরিকা)	১০৯
101.	Calc-Iodata (ক্যালকেরিয়া আইওডেটা)	১১০
102.	Calc-Phosphorica (ক্যালকেরিয়া ফস্ফোরিকা)	১১০
103.	Calc-silicata (ক্যালকেরিয়া সিলিকেটা)	১১১
104.	Calc-sulphurica (ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা)	১১১
105.	Camp-officinalis (ক্যাম্ফর অফিসিনেরাম)	১১২
106.	Cannabis-indica (ক্যানাবিস ইন্ডিকা)	১১৩
107.	Cannabis-sativa (ক্যানাবিস স্যাটাইভা)	১১৩
108.	Cantharis (ক্যান্থারিস)	১১৪
109.	Capsicum (ক্যাপ্সিকাম)	১১৫
110.	Carb-animalis (কার্বোনিয়াম অ্যানিমেলিস)	১১৫
111.	Carboneum- Sulpuratum (কার্বোনিয়াম সালফ)	১১৬
112.	Carboneum- Vegetabilis (কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস)	১১৭
113.	Carcinosin (কারসিনোসিন)	১১৮
114.	Carduas- marianus (কার্ডুয়াস মেরিয়ানা)	১১৯
115.	Carlsbad Aqua (কার্লস্‌বাড একুয়া)	১১৯

116.	Cascarilla (ক্যাস্কেরিলা)	১২০
117.	Castoreum (ক্যাসটোরিয়াম)	১২০
118.	Causticum (কষ্টিকাম)	১২১
119.	Ceanothus Americanus (সিয়েনোথাস এ্যামিরিকানা)	১২১
120.	Cedron (সিড্রন)	১২২
121.	Cenchris Contortrix (সেংক্রিস-কন্টরট্রিক্স)	১২৩
122.	Chamomilla (ক্যামোমিলা)	১২৩
123.	Chelidonium majus (চেলিডোনিয়াম মেজাস)	১২৪
124.	Chimaphila Umbellata (চিমাফিলা আম্বেলেটা)	১২৫
125.	China (চায়না)	১২৬
126.	Chionanthus virginica (চিয়োন্যান্থাস ভার্জিনিকা)	১২৭
127.	Chininum arsenicosum (চিনিনাম আর্সেনিকোসাম)	১২৭
128.	Chininum sulphuricum (চিনিনাম সালফিউরিকাম)	১২৮
129.	Cicuta virosa (সিকিউটা ভিরোসা)	১২৯
130.	Cimex Acanthia (সাইমেক্স একান্থিয়া)	১২৯
131.	Cina maritima (সিনা ম্যারিটিমা)	১৩০
132.	Cinnabaris (সিনাবেরিস)	১৩০
133.	Clematis erc (ক্লিমেটিস ইরেক্টা)	১৩১
134.	Cobaltum (কোবাল্টাম)	১৩২
135.	Coca (কোকা)	১৩২
136.	Cocculus Indica (ককুলাস ইন্ডিকা)	১৩৩
137.	Coccus cacti (কক্কাস ক্যাক্টাই)	১৩৪
138.	Coffea Croda (কফিয়া ক্রুডা)	১৩৫
139.	Colchicum Autumnale (কলচিকাম অটামনেল)	১৩৫
140.	Colocynthis (কলোসিন্থিস)	১৩৬
141.	Conium maculatum (কোনিয়াম মেকুলেটাম)	১৩৭
142.	Convallaria Majalis (কনভেলেরিয়া মেজালিস)	১৩৮
143.	Copaiva officinalis (কোপেভা অফিসিন্যালিস)	১৩৯
144.	Corallium rubrum (কোর্যালিয়াম রুব্রাম)	১৩৯
145.	Crocus Sativus (ক্রোকাস স্যাটাইভা)	১৪০
146.	Crotalus cascavella (ক্রোটেলাস ক্যাস্কাভেলা)	১৪১
147.	Crotalus horridus (ক্রোটেলাস হরিডাস)	১৪১

148.	Croton tiglium (ক্রোটন টিগলিয়াম)	১৪২
149.	Cubeba officinalis (কিউবেবা অফিসিনালিস)	১৪৩
150.	Cuprum aceticum (কুপ্রাম অ্যাসেটিকাম)	১৪৩
151.	Cuprum-arsenicoum (কুপ্রাম আর্সেনিকোসাম)	১৪৪
152.	Cuprum Metallicum (কুপ্রাম মেটালিকাম)	১৪৪
153.	Curare woorani (কুরারী ওরানি)	১৪৫
154.	Cyclamen europaeum (সাইক্লোমেন ইউরোপিয়াম)	১৪৬
155.	Daphne Indica (ড্যাফনি ইন্ডিকা)	১৪৬
156.	Digitalis purpurea (ডিজিটালিস পারপিউরিয়া)	১৪৭
157.	Doryphora (ডোরিফোরা)	১৪৮
158.	Drosera Rotundifolia (ড্রসেরা রোটান্ডিফোলিয়া)	১৪৮
159.	Dulcamara (ডালকামারা)	১৪৯
160.	Echinacea Rudbeckia (ইচিনেসিয়া রাডবোকিয়া)	১৫০
161.	Elaps Corallinus (ইল্যাপ্স কোরালিনাস)	১৫০
162.	Elaterium Ecbalium (ইলাটেরিয়াম একবেলিয়াম)	১৫১
163.	Equistum Hymale (ইকুইসেটাম হাইমেল)	১৫১
164.	Eriegeron Canadensis (ইরিজিরন কানাডেন্সিস)	১৫২
165.	Eryngium Aquaticum (ইরেনজিয়াম একোয়টিকা)	১৫৩
166.	Eugenia jambos (ইউজেনিয়া জ্যাম্বোস)	১৫৩
167.	Eupatorium perfoliatum (ইউপেটোরিয়াম প্যার্ফেলিয়েটাম)	১৫৪
168.	Eupatorium purpureum(ইউপেটোরিয়াম পারপিরিয়াম)	১৫৪
169.	Euphorbium Resinifera (ইউফর্বিয়াম রেসিনিফেরা)	১৫৫
170.	Euphrasia officinallis (ইউফ্রেসিয়া অফিসিন্যালিস)	১৫৬
171.	Eupionum (ইউপিয়োনাম)	১৫৬
172.	Feltauri (ফেলটাউরি)	১৫৭
173.	Ferrum-arsenicosum (ফেরাম আর্সেনিকাম)	১৫৭
174.	Ferrum-iodatum (ফেরাম আয়োডোঁম)	১৫৮
175.	Ferr-magneticum (ফেরাম ম্যাগনেটিকাম)	১৫৯
176.	Ferrum Metalicum (ফেরাম মেটালিকাম)	১৫৯
177.	Ferrum muriaticum (ফেরাম মিউরিয়েটিকাম)	১৬০
178.	Ferrum-phosphoricum (ফেরাম ফসফরিকাম)	১৬০

306.	Santoninum (স্যান্টোনিনাম)	২৫০
307.	Sarracenia purpurea (সারাসিনিয়া পার্পিউরিয়া)	২৫০
308.	Sarsaparilla officinalis (সার্সাপ্যারিলা অফিসিন্যালিস)	২৫১
309.	Scutellaria- Lateriflora (স্কুটেলেরিয়া ল্যাটেরিফ্লোরা)	২৫২
310.	Secale cornutum (সিকেলি করনিউটাম)	২৫২
311.	Selenium Metalicum (সেলেনিয়াম মেটালিকাম)	২৫৩
312.	Senecio aureus (সেনেসিও অরিয়াস)	২৫৪
313.	Senega officinalis (সেনেগা অফিসিন্যালিস)	২৫৫
314.	Sepia officinalis (সিপিয়া অফিসিন্যালিস)	২৫৫
315.	Silicea Terra (সাইলেসিয়া টেরা)	২৫৭
316.	Spigelia Anthelmia (স্পাইজেলিয়া এনথেলমিয়া)	২৫৮
317.	Spongia tosta (স্পঞ্জিয়া টোস্টা)	২৫৮
318.	Squila hispania or Scilla (স্কুইলা হিসপেনিয়া বা সিলা)	২৫৯
319.	Stannum met (স্ট্যানাম মেট)	২৬০
320.	Staphisagria (স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া)	২৬১
321.	Stigmata Maydis (স্টিগমেটা মেডিস)	২৬২
322.	Stillingia sylvatica (স্টিলিঞ্জিয়া সিলভেটিশা)	২৬২
323.	Stramonium (স্ট্রামোনিয়াম)	২৬৩
324.	Strontium carbonate (স্ট্রন্টিয়াম কার্বনেট)	২৬৩
325.	Strophanthus Hispidus (স্ট্রোফেনথাস হিস্পিডাস)	২৬৪
326.	Sulphur (সালফার)	২৬৫
327.	Sulphur- iodatum (সালফার আয়োডাটাম)	২৬৬
328.	Sumbulus moschata (সাম্বিউলাস মস্কাটা)	২৬৬
329.	Syphilinum (সিফিলিনাম)	২৬৭
330.	Syzygium Jambolanum (সিজিজিয়াম জ্যাম্বোলেনাম)	২৬৮
331.	Tabacum (ট্যাবেকাম)	২৬৮
332.	Taraxacum officinalis (ট্যারেক্সেকাম অফিসিনালিস)	২৬৯
333.	Tarentula cubensis (ট্যারেন্টুলা কিউবেনসিস)	২৬৯
334.	Tarentula hispanica (ট্যারেন্টুলা হিস্প্যানিয়া)	২৭০
335.	Taxus baccata (টেক্সাস বেক্কেটা)	২৭১
336.	Tellurium (টেলিউরিয়াম)	২৭১
337.	Terebinthina oleum(টেরেবিন্থিনা অলিয়াম)	২৭২
338.	Teucrium marum (টিউক্রিয়াম ম্যারাম)	২৭৩

339.	Thea sinensis (থিয়া সাইনেনসিস)	২৮৪
340.	Theridion curassavicum (থেরিডিয়ম কিউরেসাভিকাম)	২৮৪
341.	Thuja (থুজা অক্সি)	২৭৫
342.	Thyroidinum (থাইরয়েডিনাম)	২৭৬
343.	Trillium pendulum (ট্রিলিয়াম পেন্ডুলাম)	২৭৬
344.	Tuberculinum Bovinum (টিউবারকুলিনাম বোভিনাম)	২৭৭
345.	Uranium nitricum (ইউরিনিয়াম নাইট্রিকাম)	২৭৮
346.	Uva ursi (ইউভা আর্সি)	২৭৯
347.	Valeriana officinalis (ভ্যালেরিয়ানা অফিসিনালিস)	২৭৯
348.	Vanadium Metalicum (ভ্যানাডিয়াম মেটালিকাম)	২৮০
349.	Veratrum Album (ভেরেট্রাম অ্যাল্বাম)	২৮০
350.	Veratrum viride (ভিরেট্রাম ভিরিডি)	২৮১
351.	Verbascum Thapsus (ভার্বাস্কাম থ্যাপ্সাস)	২৮২
352.	Vespa Crabro (ভেস্পা ক্রাব্রো)	২৮২
353.	Viburnum opulus (ভাইবার্নাম অপিউলাস)	২৮২
354.	Vinca minora (ভিংকা মাইনরা)	২৮৩
355.	Viola Odorata (ভায়োলা ওডোরেটা)	২৮৩
356.	Viola- tricolor (ভায়োলা ট্রাইকলার)	২৮৪
357.	Vipera Communis(ভাইপেরা কমিউনিস)	২৮৪
358.	Xanthoxylum Fraxineum(জ্যান্থোক্সিলাম ফ্রেক্সিনিয়াম)	২৮৫
359.	X-Ray (এক্স-রে)	২৮৫
360.	Yohimbinum (ইয়োহিম্বিনাম)	২৮৬
361.	Zincum aceticum (জিংকাম এসিটিকাম)	২৮৬
362.	Zincum metallicum (জিঙ্কাম মেটালিকাম)	২৮৭
363.	Zingiber (জিঞ্জিবার)	২৮৭
364.	Zizia aurea (জিজিয়া অরিয়া বা থ্যাস্পিয়াম অরিয়াম)	২৮৮

১. ডায়াবেটিসের পরিচয়

পাঠ-১

ডায়াবেটিস (Diabetes)

ডায়াবেটিস (Diabetes) কী?

ডায়াবেটিস হল শরীরের এমন একটি গুরুতর অবস্থা, যখন আমাদের শরীর নিজে থেকে ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না বা তৈরি হওয়া ইনসুলিন দক্ষতার সঙ্গে (কার্যকরভাবে) ব্যবহার করতে পারে না। এর ফলে রক্তে শর্করার বা গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়।

ইনসুলিন মানুষের শরীরের কোষগুলিতে শর্করা প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ একটি "চাবি" হিসাবে কাজ করে। এর দ্বারা আমাদের খাবার থেকে যে চিনি বা শর্করা (গ্লুকোজ) পাওয়া যায়, তা রক্তের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। তারপর, কোষ শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তির জন্য সেই গ্লুকোজ ব্যবহার করে। ইনসুলিন তৈরি হয় অগ্ন্যাশয়ের বিশেষ কোষ দ্বারা তৈরি হরমোন আইলেটস (আই-লেটস) থেকে। ডায়াবেটিস-জনিত ইনসুলিনের তারতম্যের জন্য আমাদের রক্তে শর্করার মাত্রার তারতম্য ঘটে। শরীরে বেশ কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

পাঠ-২

ডায়াবেটিসের ধরন

ডায়াবেটিসের ধরণ: ডায়াবেটিস প্রধানত ২ ধরনের-

১. টাইপ-১

২. টাইপ-২

১. টাইপ-১ এবং টাইপ-২ হল ডায়াবেটিসের দুটি সাধারণ রূপ। এছাড়া অন্যান্য ধরনেরও ডায়াবেটিস হতে পারে, যেমন গর্ভকালীন ডায়াবেটিস, নিওন্যাটাল ডায়াবেটিস, জেসটেসানাল ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

পাঠ-৩
ডায়াবেটিসের কারণ

ডায়াবেটিসের কারণ:

ক. ডায়াবেটিসের প্রধান কারণ মায়াজম, যেমন-

১. Psoric. (সোরিক)

২. Syphilitic. (সিফিলিটিক)

৩. Sycotic. (সাইকোটিক)

৪. Tubercular. (টিউবারকুলার)

৫. Cancerious. (ক্যান্সারিয়াস)

খ. আনুষঙ্গিক কারণ-

১. জেনেটিক বা বংশগত কারণ।

২. ওজনাধিক্যের কারণে।

৩. শারীরিক পরিশ্রম কম করলে।

৪. বহুদিন ধরে স্টেরয়েড ঔষধ ব্যবহার করলে।

৫. জন্মের পরপরই শিশুকে গরুর দুধ খাওয়ালে।

৬. মাত্রাতিরিক্ত টেনশনের কারণে।

৭. অটোইমিউন ডিজিজ জনিত কারণে। যেমন- হাইপোথাইরয়েডিজম, হাইপার থাইরয়েডিজম, মাইক্সোডিমা প্রভৃতি।

৮. ইনফেকশন জনিত কারণে- যেমন-রুবেলা ভাইরাস, স্টেফাইলোকক্কাস ।

৯. বয়স- যেমন- যেকোন বয়সে হতে পারে। প্রধানত মধ্য বয়সে এবং বার্ধক্য অবস্থায় বেশি হয়। ৫০ বছর বয়সের পরে শতকরা ৫০ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়।

১০. লিঙ্গ- নারী পুরুষ উভয়েই এই রোগে সমান ভাবে আক্রান্ত হয়। তবে অপেক্ষাকৃত কম বয়সে পুরুষরা এবং অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে মহিলারা বেশি আক্রান্ত হয়।

১১. অতিরিক্ত আহার করা।

১২. শারীরিক ও মানসিক আঘাত।

১৩. গর্ভাবস্থায় ইনসুলিন বিরোধী হরমোন সিক্রেশন অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পেলে।

১৪. প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন সিক্রেশন করে এরূপ-সেলের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেলে রক্তের প্লাজমায় ইনসুলিনের মাত্রা অত্যন্ত কমে যায়। ফলে ডায়াবেটিস মেলিটাস দেখা যায়।

পাঠ-৪
যাদের বেশি হয়

১. গরীব কিংবা শ্রমিক অপেক্ষা ধনী ব্যক্তিদের মধ্যেই এই রোগ বেশি দেখা যায়।

২. ছেলেমেয়ে কিংবা যুবক-যুবতী অপেক্ষা ৪৫ থেকে ৭০ বছর বয়স্ক ব্যক্তিদেরই এই রোগ বেশি হয়।

৩. ক্ষুদ্রাকার শিশু জন্মদানকারিণীদের চেয়ে বৃহদাকার শিশু জন্মদানকারিণী মায়েদের মধ্যেই এটি বেশি দেখা যায়।

৪. যে মায়েদের বেশি মৃত বাচ্চা হয়ে থাকে তাদের।

৫. সাধারণ জীবন যাপনকারী ব্যক্তি অপেক্ষা যারা পেটুক, অলস প্রকৃতির এবং বাত, ফোঁড়া জাতীয় রোগ এবং এলার্জিক বিশৃঙ্খলায় ভুগে থাকেন তাদেরই এই রোগ বেশি হয়।

৬. মোটা ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের তুলনায় কৃশকায় জোয়ান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই এই রোগ অধিকতর জটিল হয়।

৭. মোটা আকৃতির ডায়াবেটিক রোগীরা তাদের ওজন কমিয়ে ডায়াবেটিস প্রতিহত করতে পারেন।

৮. অন্তঃক্ষরণশীল গ্রন্থির রোগ বিশেষ করে প্রদাহযুক্ত রোগ এবং পিটুইটারী, থাইরয়েড, প্যানক্রিয়াস এবং বৃক্কের উপরস্থিত গ্রন্থিগুলির টিউমারের ক্ষেত্রে এই রোগ হয়।

৯. Alloxan, Phloridzin, Cortisone ইত্যাদি ওষুধ এবং সম্মুখস্থ পিটুইটারী extract-এর ইনজেকশনের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে ডায়াবেটিস উৎপন্ন করা যায়।

১০. অগ্নাশয়কে সম্পূর্ণভাবে কেটে ফেললে এই রোগ দ্রুত হয়ে থাকে।

পাঠ-৫
ডায়াবেটিস এর লক্ষণ

ডায়াবেটিস এর লক্ষণঃ সামগ্রিক ভাবে ডায়াবেটিসের লক্ষণাবলী-

১. ঘন ঘন বেশি পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া।
২. রাতে ঘুম ভেঙ্গে প্রস্রাবের প্রবণতা।
৩. খুব বেশি পিপাসা লাগা।
৪. অত্যন্ত ক্ষুধা, রোগী সবসময় ক্ষুধা অনুভব করে।
৫. যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া বা ওজন বাড়ে না।
৬. ক্ষত শুকাতে বিলম্ব হওয়া।
৭. বার বার খোস পাঁচড়া, ফোঁড়া প্রভৃতি চর্মরোগ দেখা দেয়া।
৮. ঠোঁট, গলা ও মুখ শুকিয়ে যায়।
৯. যৌনাঙ্গে চর্মরোগ ও চুলকানি।
১০. সমস্ত শরীরে প্রচন্ড চুলকানি।
১১. বার্ধক্য ছাড়াই যৌনক্ষমতা ক্রমেই কমে যাওয়া।
১২. রোগের আক্রমণ সাধারনত ধীরে ধীরে হয়। কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে হঠাৎ হয়।
১৩. বিছানায় প্রস্রাব করে।
১৪. কোষ্ঠবদ্ধতা বা মলশক্ত এবং ২-৩ দিন পর পর মলত্যাগ হয়।
১৫. দ্রুত শীর্ণ বা দ্রুত ওজন হ্রাস পায়।
১৬. শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়।
১৭. চোখে ঝাপসা দেখা।
১৮. সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই ক্লান্তি বা অবসাদ বোধ।
১৯. কোন কাজে উৎসাহ না পাওয়া।
২০. জিহ্বা ময়লা লেপাবৃত এবং ঠোঁট ফাটা।
২১. প্রস্রাবে গ্লুকোজ।
২২. পালস্ এবং ব্লাড প্রেসার কমে যাওয়া।
২৩. দুর্বলতার কারণে মাথা ঘোরা।
২৪. অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি।
২৫. চর্ম শুকিয়ে যাওয়া।
২৬. গরুর কাঁচা মাংসের মতো জিহ্বা।
২৭. হাত পায়ের তালুতে জ্বালা।

২৮. সমগ্র শরীরে জ্বালা।
২৯. ঠান্ডা ও গরমের প্রতি সংবেদনশীলতা।
৩০. নার্ভাস বোধ ও কাঁপা।
৩১. দাঁতে ক্ষয়।

পাঠ-৬

ডায়াবেটিসের টাইপ অনুযায়ী লক্ষণ

ডায়াবেটিসের টাইপ অনুযায়ী লক্ষণগুলি আলাদা ভাবে বলা যায়, যেমন-

১. টাইপ- ১ ডায়াবেটিসের লক্ষণ:

টাইপ-১ ডায়াবেটিস-এর সূত্রপাত খুব দ্রুত ঘটে এবং নিম্নলিখিত উপসর্গ গুলি হঠাৎ দেখা দিতে পারে:

১. তীব্র তৃষ্ণা
২. অতিরিক্ত প্রস্রাবের প্রবণতা
৩. দ্রুত ওজন হ্রাস
৪. প্রচণ্ড ক্ষুধা
৫. দুর্বলতা বা ক্লান্তি
৬. অস্বাভাবিক বিরক্তি
৭. ঝাপসা দৃষ্টি
৮. বমি বমি ভাব
৯. পেটে ব্যথা
১০. অপ্রীতিকর গন্ধের অনুভূতি
১১. চুলকানি বা খোঁস-পাচড়া

২. টাইপ-২ ডায়াবেটিসের লক্ষণ :

১. ডায়াবেটিসের সবচেয়ে সাধারণ রূপটি কে টাইপ-২ ডায়াবেটিস বা ইনসুলিন-অনির্ভর ডায়াবেটিস বলা হয়।
২. ডায়াবেটিসে আক্রান্ত প্রায় ৯০% লোকের টাইপ-২ ডায়াবেটিস হয়ে থাকে।
৩. টাইপ-২ ডায়াবেটিস কে প্রাপ্তবয়স্ক সূচক (adult-onset) ডায়াবেটিস-ও বলা হয়, কারণ এটি সাধারণত ৩৫ বছর বয়সের পরে প্রকাশ পায়। তবে, ইদানিং ক্রমবর্ধমান সংখ্যক অল্পবয়স্ক মানুষদের-ও টাইপ ২ ডায়াবেটিস হচ্ছে।

৪. টাইপ-২ ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজস্ব ইনসুলিন তৈরি করতে সক্ষম। কিন্তু প্রায়শই, এটি পরিমাণে যথেষ্ট নয় বা কোষ যথাযথ ভাবে প্রতিক্রিয়া করে না। অর্থাৎ ইনসুলিন শরীরের কোষগুলিকে খোলার জন্য চাবি হিসাবে সঠিক ভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে শর্করা কোষে প্রবেশ করতে পারে না। একে বলা হয় ইনসুলিন-রেজিস্ট্যান্স।

৫. টাইপ-২ ডায়াবেটিস সাধারণত স্থূলকায় ব্যাক্তি এবং ব্যায়াম-রহিত (sedentary) জীবনধারার অভ্যস্ত ব্যাক্তিদের হয়ে থাকে।

৬. টাইপ-২ ডায়াবেটিস-এর লক্ষণ গুলি টাইপ-১ ডায়াবেটিস এর মতোই। কিন্তু টাইপ-২ ডায়াবেটিসের সূত্রপাত সাধারণত ধীর গতিতে হয়।

৭. টাইপ-২ ডায়াবেটিস-এর লক্ষণগুলি টাইপ-১ ডায়াবেটিসের মতো স্পষ্ট ভাবে লক্ষণীয় হয় না। এই কারণে, অনেকে ভুলবশত অসতর্ক হন।

৮. টাইপ-২ ডায়াবেটিসের লক্ষণগুলির মধ্যে টাইপ-১ ডায়াবেটিসের মতো লক্ষণ থাকলেও এর মধ্যে আলাদা কিছু লক্ষণ থাকে, যেমন-

ক. ধীর গতিতে ক্ষতস্থান নিরাময়

খ. তীব্র তৃষ্ণা

গ. অতিরিক্ত প্রস্রাবের প্রবণতা

ঘ. দ্রুত হারে ওজন হ্রাস

ঙ. অপ্রীতিকর গন্ধের অনুভূতি

চ. হাতে এবং পায়ে ঝিনঝিন

ছ. চুলকানি বা খোঁস-পাচড়া

জ. মূত্রনালীতে সংক্রমণ

ঝ. ঝাপসা দৃষ্টি

ঞ. মেজাজ পরিবর্তন

ট. মাথাব্যথা

ঠ. মাথা ঘোরা

ড. বগল এবং ঘাড়ের কাছে কালচে ছাপ ইত্যাদি।